সংবাদ

তারিখ ২৬.১২/১২
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

রাজধানীর বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির লাগাম টানা হচ্ছে

● আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার নতুন কেন্দ্র হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীর বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির লাগাম টানতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে ঢাকা মহানগরীর পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্গঠন এবং ৮/৯টি কেন্দ্র বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এক কেন্দ্র বা ওই কেন্দ্রের অধীন ভেন্যুগুলোর (সাব-কেন্দ্র) নিয়ন্ত্রণ মূল কেন্দ্রের অধীনে থাকছে না। ভেন্যুগুলো স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। এক কেন্দ্রের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের দায়িত্বও পাবে অন্য কেন্দ্রের পরীক্ষকরা। শিক্ষার্থীরাও আর নিজ প্রতিষ্ঠান (কেন্দ্র) বা ভেন্যুর অধীনে পরীক্ষা দিতে পারবে না। বর্তমানে কলেজের পরীক্ষাও এই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্র সচিবদের অবহিত করতে গত মঙ্গলবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় বেশিরভাগ কেন্দ্র সচিবই বোর্ডের ওই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে নাখোশ হয়েছে প্রাইভেট বা ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত স্কুলের কর্তাব্যক্তিরা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেছেন, 'আগামীতে মূল কেন্দ্রের অধীনে থাকা সব ভেন্যুই স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে। অর্থাৎ ভেন্যুগুলোর নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের অধীনে থাকবে না। ফলে কেন্দ্র নিয়ে বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলো আর অনিয়মের সুযোগ পাবে না। থাকবে না ভেন্যুর ওপর মূল কেন্দ্রের কোন রকম অনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ'। তিনি আরও জানান, 'ভেন্যু পুনর্গঠনের ফলে ঢাকা মহানগরীতে ৮/৯টি নতুন কেন্দ্র হবে'।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকই কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের অধীনে বর্তমানে চারটি ভেন্যুতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র পুনর্গঠনের বিষয়ে খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেগম কামরুন নাহার চৌধুরী সংবাদকে বলেছেন, 'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। কারণ এর মাধ্যমে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম লাঘব হবে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভেন্যুর প্রধান (সহকারী কেন্দ্র সচিব) বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবে'।

এদিকে রাজধানীর সরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষরা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্র নিয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতি করছে বিশেষ সংস্থা বা ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত স্কুলগুলো। দুর্নীতির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

দুর্নীতির লাগাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাইভেট স্কুলের মালিকরাই পরস্পর যোগসাজশের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রকাশ্যে কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে থাকে। তাই প্রাইভেট স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা জরুরি বলে সাধারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা অভিমত দিয়েছেন।

এ বিষয়ে খিলগাঁওস্থ গোড়ান আলী আহম্মদ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. মমতাজ খানম সংবাদকে বলেছেন, এমপিওবিহীন (প্রাইভেট) কোন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা উচিত নয়। কারণ তাদের কোন জবাবদিহিতা নেই। তাছাড়া প্রাইভেট স্কুলগুলোই কেন্দ্র বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য ও কোচিং বাণিজ্য করছে। জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে ৪৮টি জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। এসব কেন্দ্রের প্রতিটির অধীনে ২/৪ কিংবা তারও বেশি ভেন্যু আছে। বর্তমানে এসব ভেন্যুর (স্কুল) পরীক্ষার্থীরা ওই কেন্দ্রের অধীনেই পরীক্ষা দিচ্ছে। এতে বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলো নিজ প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের উদারভাবে খাতা মূল্যায়ন করে বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় স্থান দখল করতে অপর ভেন্যুর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন আঁতাতের সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও প্রচলিত কেন্দ্র স্থাপন পদ্ধতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি সংস্থা মালিকানাধীন এক স্কুলের (প্রাইভেট স্কুল) পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে অপর স্কুলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্র পরিদর্শকরা পরীক্ষা [illegible] উদাসীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নোট-গাইড বই দেখে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। এমন কি একই সংস্থা বা ট্রাস্ট মালিকানাধীন এক স্কুলের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব পায় অপর স্কুলের পরীক্ষকরা। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা বোর্ডে নানা অভিযোগও আসছে। শিক্ষা বোর্ড এসব অনিয়মের প্রমাণও পেয়েছে।

এ বিষয়ে প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, 'উত্তরাস্থ মাইলস্টোন স্কুল কেন্দ্রের অধীন একটি ভেন্যু এমন পশ্চাৎপদ এলাকায় রাখা হয়েছে, যেখানে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে খুবই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে'।